সংবাদ

তারিখ ... 8 APR 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪

ছাত্রলীগের এতিম দশা

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

দেশের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ এতিম দশায় পড়েছে। দলের শীর্ষ নেত্রী সরে দাঁড়ানোয় মূল দলের কেউ ছাত্রলীগ নিয়ে কথা বলছেন না, হাত গুটিয়ে বসে আছেন সাবেক নেতারা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় বর্তমান নেতৃত্ব বুঝতেই পারছেন তাদের কী করণীয়।

ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় অনেক নেতার মত, এ সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্বের নতুন কমিটি। তাদের দাবি, ছাত্রলীগ ব্যর্থ নয়, যোগ্য নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন কমিটির দুই শীর্ষ নেতা। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি গ্রুপ অনশন করে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদত্যাগের দাবি জানায়।

বাড়ছে কোন্দল : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রীর পদ থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর সংগঠনের নেতাকর্মীরা কোন দিকনির্দেশনা পাচ্ছেন না। এতে ছাত্রলীগ দিকভ্রষ্ট হচ্ছে বলে নেতাকর্মীরা মনে করছেন। বাড়ছে সঙ্কট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন গ্রুপ। বাড়ছে গ্রুপিং। হলে হলে বিরাজ করছে উত্তেজনা। সুবিধাভোগী ছোট গ্রুপগুলো সংগঠনের বাইরে গিয়ে পৃথকভাবে কর্মসূচি পালন করছে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি গ্রুপ অনশন কর্মসূচি পালন করে। ওই কর্মসূচি থেকে তারা বর্তমান কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদত্যাগের দাবি জানান। কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই অন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের। বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সঙ্গে সমন্বয় নেই কেন্দ্রীয় কমিটির। নেতাকর্মীদের মতে, কোন দিকনির্দেশনা না থাকার ফলেই এসব হচ্ছে।

ছাত্রলীগ ব্যর্থ নয়, ব্যর্থ কেন্দ্রীয় দুই শীর্ষ নেতা : ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় অনেক নেতার মতে, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী সংগঠনের দুই শীর্ষ নেতার ব্যর্থতা। এজন্য ছাত্রলীগ দায়ী নয়। তারা যোগ্য নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। অনেকের অভিযোগ, বর্তমান দুই শীর্ষ নেতা অনেক সময় শেখ হাসিনার নির্দেশও উপেক্ষা করেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, সম্প্রতি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার নির্দেশ বাস্তবায়নে গাফিলতি করেছেন দুই শীর্ষ নেতা।

কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু বলেন, ভাষা আন্দোলন

ছাত্রলীগের : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

ছাত্রলীগ : এতিম দশা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে শুরু করে মহান একাত্তর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ নানা আন্দোলনে ছাত্রলীগ যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে তা ম্লান করে দিয়েছে বর্তমান কমিটির শীর্ষ নেতারা। এ জন্য ছাত্রলীগের পুরো কেন্দ্রীয় কমিটি দায়ী বা ব্যর্থ নয়, ব্যর্থ কেন্দ্রীয় দুই শীর্ষ নেতা। তিনি নেত্রী শেখ হাসিনাকে তিনি পুনরায় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক পদে ফিরে আসার অনুরোধ জানান।

কেন্দ্রীয় সহসম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম বলেন, কমিটি গঠনের তিন বছর হয়ে গেলেও কেন্দ্রীয় অনেক নেতা জানেন না তাদের দায়িত্ব কি। এত বছরেও দপ্তর বন্টন হয়নি। এসবের দায়ভার কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ওপরই পড়ে।

সব কমিটি মেয়াদোত্তীর্ণ : ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিসহ সব কমিটি মেয়াদোত্তীর্ণ। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয় ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে। এর মেয়াদ ছিল দুই বছর। বর্তমান কমিটির মেয়াদ চলছে ৩ বছর। বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিরও একই অবস্থা। ২০০৬ সালের অক্টোবরে কমিটি গঠিত হয়। এর মেয়াদ ছিল এক বছর। তিন বছর হতে চললেও এই কমিটি অপূর্ণাঙ্গ। একই সঙ্গে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি নেই ৭ বছর ধরে। সর্বশেষ হল কমিটি হয়েছিল ২০০২ সালে। এরপর কোন কমিটি হয়নি।

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি কোন হল কমিটি গঠন করতে পারেননি। কেন্দ্রীয় কমিটিও কোন ইউনিট কমিটি গঠন করতে পারেনি ৩ বছরেও।

এজন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ হায়দার রোটন দেশে দীর্ঘদিন জরুরি অবস্থার কথা বললেও তা মানতে নারাজ মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

তাদের মতে, কমিটি করতে না পারার জন্য তারা ১১ মাসের দোহাই দিচ্ছেন। কিন্তু বাকি ২৫ মাস তারা কি করেছেন?

এক গ্রুপের অনশন : গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ মধুর [illegible] ভবনের সামনে অনশন পালন করেছে। অনশন থেকে তারা শেখ হাসিনাকে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক পদে পুনরায় ফিরে আসতে অনুরোধ জানান। একই সঙ্গে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদত্যাগের দাবি জানান।

জানা গেছে, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ওই গ্রুপটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিকে না জানিয়েই এ কর্মসূচি পালন করে। এর নেপথ্যে রয়েছেন বরিশালের এক কেন্দ্রীয় নেতা। নেতাকর্মীদের অভিযোগ, পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করতে এই গ্রুপটি ক্যাম্পাসে এ কর্মসূচি পালন করেছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মাজেদ সাকিব বাদশা বলেন, কেউ গঠনতান্ত্রিকভাবে শেখ হাসিনাকে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক পদে ফিরে আনার জন্য কর্মসূচি পালন করতে [illegible] এর বাইরে কোন কিছু [illegible] সংগঠনের নয়।